দৈনিক
ইনকিলাব

18 FEB 2003

নকলরোধে প্রতিটি উপজেলায় আইডিয়াল স্কুল ও স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে

–সংসদে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ নকল প্রতিরোধে সারাদেশে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে আইডিয়াল স্কুল ও একটি করে উপজেলাভিত্তিক স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই সকল প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৮-এর পৃষ্ঠার পর

গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদে বিএনপি দলীয় সদস্য জয়নাল আবেদীন ফারুক-এর প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন ম এহসানুল হক মিলন একথা বলেন।

জামায়াতে ইসলামীর সদস্য মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর এক প্রশ্নোত্তরে প্রতিমন্ত্রী মিলন বলেন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের লেখা আমার বইটিতে কুরুচিপূর্ণ যে কথা লেখা হয়েছে– সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে স্কুলটির গভর্নিং বডির সাথে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এই স্কুলটির বোর্ডের চেয়ারম্যান। শিগগিরই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হবে

বিএনপির মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের এক প্রশ্নোত্তরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ৩৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আরো ৪টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

৩৫টি ডিগ্রী কলেজ ও ৪৬৯টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে

জাতীয় পার্টির সদস্য জি এম কাদেরের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ড. ওসমান ফারুক ২০০২ সালের আলীম পরীক্ষায় ৪৬৯টি মাদ্রাসার পাসের হার শূন্য। ওই সব মাদ্রাসার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। জনাব গোলাম কাদেরের অপর এক প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০০১ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় ৩৫টি ডিগ্রী কলেজের পাসের হার শূন্যের কোটায়। ওই সব কলেজের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪ হাজার শূন্যপদে কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে

জামায়াতে ইসলামীর সদস্য আব্দুল্লাহ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক জানান, অদূর ভবিষ্যতে প্রায় চার হাজার শূন্যপদে কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই ৩২৪৫টি প্রভাষকের পদ পূরণের জন্য পিএসসি আবেদনপত্র গ্রহণ করেছে। পিএসসির সুপারিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাষকের পদগুলো পূরণ করা হবে। এছাড়া ১০ ভাগ কোটায় সরাসরি নিয়োগযোগ্য ২৪৫টি সহকারী অধ্যাপক, ১১৪টি সহযোগী অধ্যাপক ও ১০টি অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন আছে। মন্ত্রী আরো জানান যে, সম্প্রতি প্রভাষকদের পদের ২৫ ভাগ হারে প্রায় ১,৫০০ প্রভাষকের শূন্যপদে জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনাধীন আছে।